এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

জুন ২০১০

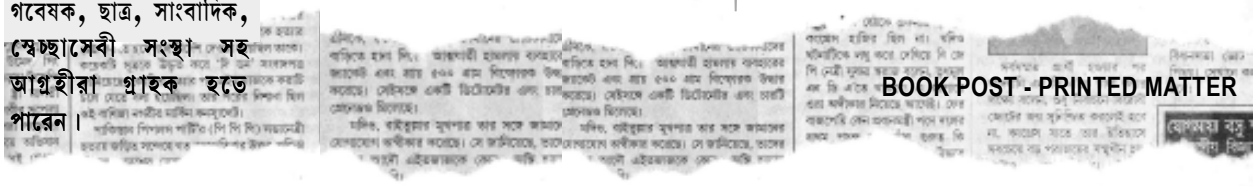

গা জোর ১৫/১৫৮

আগাছা নিড়ানোর এক অন্য উপায় বার করেছেন মহারাষ্ট্রের কৃষকরা। তাঁরা এই কাজ করছেন গাজর দিয়ে। নিড়ানোর চলতি উপায় হাত দিয়ে উপড়ানো বা কীটনাশক ছড়ানো। কিন্তু গাজরের পাতাই এবার সেই জায়গা নিয়েছে। গাজরের প্রচুর পাতায় ঢাকা পড়ে খেত। ফলে আলোর অভাবে আগাছা বাড়ে না। তবে এই জন্য প্রতি মরশুমেই গাজর চাষ করতে হবে এমন নয়, কারণ এই ফসল তোলার সময় আগাছার শিকড়বাকড়ও একই সঙ্গে উপড়ে আসে। মহারাষ্ট্রের মারাঠাওয়াড়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এই কাজকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে আরো গবেষণা করবে ঠিক করেছে।

দেখো অবস্থা! ১৫/১৫৯

কেন্দ্রীয় সরকারের দূষণ মাপায় অসঙ্গতি। সূচক-মাফিক নাম উঠেছে ৮৮টি শহরের। কিন্তু তালিকা ঘিরে নানা বিভ্রান্তি, যেমন আমেদাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ ও নবি মুম্বইয়ের নাম তালিকায় উঠেছে, কিন্তু শহরগুলোর কোন্ অংশে দূষণ বেশি কেউ জানে না। আবার, বাদ পড়েছে দূষণ-দগ্ধ ওড়িশার জোড়া, বারবিল আর ছত্তিশগড়ের রায়গড় নাম ।

তথ্য গরমিলেই নাকি এমন হয়েছে। কেন্দ্র, রাজ্য পর্ষদগুলোর তথ্য দিয়ে প্রতিবেদন বানায়। কিন্তু রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে দূষণের পূর্বাপর তথ্য সংগ্রহে কয়েক ক্ষেত্রে কারিগরি বাধা আছে। ফলে পুরো তথ্য, অনুপুঙ্খ তথ্যে এই ঘাটতি। প্রতিবেদন তৈরির সহায়ক সংস্থা ছিল আইআইটি, আর খবর দিল সর্বোদয় প্রেস।

নীরহারা ১৫/১৬০

আগামী দুই দশকে ভারতের আর্থিক বিকাশ বজায় রাখতে চাপ বাড়বে জলসম্পদের উপর। সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের সমীক্ষা এসব বলছে। এই সমীক্ষার জন্য বাছা হয়েছে উৎপাদনের ছয়টি ক্ষেত্র। ক্ষেত্রগুলি হল, কাগজ, সিমেন্ট, অ্যালুমিনিয়াম, ইস্পাত, সার ও বিদ্যুৎ।

দেখা গেছে, ২০০৮-০৯-এ এই ছয়টি ক্ষেত্রে উৎপাদনের কাজে খরচ হয়েছে ৪১,৫৩৮ মিলিয়ন ঘনমিটার জল। এই পরিমাণ ১১০ কোটি মানুষের রোজকার জল ব্যবহারের পরিমাণের সমান। অনুমান, ২০৩০ সালে এই ছয়টি ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজন হবে ৫৭,০০৬ মিলিয়ন ঘনমিটার জলের। মানে তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশি। সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে দরকার হবে দশ লক্ষ হেক্টর জমির। এইসব জানাল ডাউন টু আর্থ।

আমেরিকায় আগাছা ১৫/১৬১

আমেরিকার দক্ষিণে জমিতে আগাছা বাড়ছে। এই আগাছা মহাশক্তিমান। কোনো কীটনাশক একে টলাতে পারেনা। আমেরিকার দক্ষিণে মনসান্টোর রাউন্ড আপ বীজের তুমুল দাপট। রাউন্ড আপ ছেয়ে গেছে মাঠের পর মাঠ। রাউন্ড আপ নাকি আগাছানাশক

সহনশীল। তাই কৃষক আগাছানাশকারী তেল ছড়িয়েছে নিশ্চিন্তে। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। আগাছা-ত্রাস ধেয়ে এসেছে মহামারীর মতো। এইসব বেশি ঘটছে আরকানশাসে। সমস্যার কোনো সমাধান এখন অব্দি হয়নি। সুরাহার উপায় খুঁজে চলেছে চাষিরা।

তরল ক্যান্সার **১৫/১৬২**

আমেরিকার জল দূষণ হচ্ছে। জলদূষণ থেকে রোগ হচ্ছে। এমনকি ক্যান্সারও হচ্ছে। এসবের কারণ নাকি মাছ। ওদেশের এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সি এইসব বলছে। এজেন্সি ৫০০ পুকুর ও লেকের মাছ নিয়ে পরখ করেছে। দেখা গেছে ৪৯ শতাংশতে বিষ মাত্রা ছাড়িয়েছে। এর কারণ বিদ্যুৎ চুল্লির বর্জ্য। সব মিলে ওদেশের অর্ধেক লেক-পুকুরে এখন বিষ-জল। এই বিষ-জল মাছ খেয়েছে। আর মাছ খেয়ে মানুষের বেড়েছে স্নায়ু-গোলযোগ, পড়াশোনার অসুবিধে এমনকি ক্যান্সারও।

আমেরিকার ভূ-সর্বেক্ষণ বিভাগও ৩০০ নদীতে একই সমীক্ষা করেছে। ফল পেয়েছে একই, সব মাছেই ভরপেট বিষ। ওবামা সরকার এসব নিয়ে ভাবছে। সরকার বিদ্যুৎ চুল্লির কাজকর্মের ওপর শীঘ্রই ফরমান আনছে।

বাজী! **১৫/১৬৩**

সবজি বিক্রিতে তাবড় বিপণন সংস্থার সঙ্গে টেক্কা দিচ্ছে 'সমৃদ্ধি'। সমৃদ্ধি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই নামে সংস্থার একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঠেলাগাড়ি আছে। এই ঠেলা করে পাটনার রাস্তায় সবজি কেনাবেচা হয়। সবজি সরবরাহ করা হয় হোটেলেও। বড় বিপণন সংস্থার নজর চাষির ভালো সবজির দিকে, সেখানে ভালো বাদে বাকিটার দায় চাষির। কিন্তু সমৃদ্ধি চাষির থেকে পুরো সবজিই কেনে।

সবজি থেকে পাওয়া লাভ ভাগ হয় বিক্রেতা ও সমৃদ্ধির মধ্যে। ঠেলাগুলির এক একটার দাম ৫০ হাজার টাকা। এইজন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ঠেলা কিনে বিক্রেতাকে দেওয়া হয়। বদলে বিক্রেতাকে ৩ হাজার টাকা জামানত রাখতে হয়। গত ৩ বছরে সমৃদ্ধি ২০টি গ্রামের পাঁচশোর বেশি কৃষক, দুশো সবজি বিক্রেতা, আর পাঁচশো পরিবারকে কাজ দিতে পেরেছে। দেশজুড়ে এই উদ্যোগ ছড়িয়ে দেওয়াই এখন সমৃদ্ধির লক্ষ্য। এই কাজের কর্ণধার আমেদাবাদের ইন্ডিয়ান ইন্সিটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট-এর এক সময়ের ছাত্র কৌশলেন্দ্র।

মার্কিন হাওয়া **১৫/১৬৪**

মার্কিন দেশে বায়ুশক্তির ব্যবহার বাড়ছে। ওদেশে এই বিকল্প শক্তির চল ছিল। এখন বায়ু-বিদ্যুতের নতুন প্রকল্প আসছে। প্রকল্প আনছে জি-ই নামের এক বৃহৎ উদ্যোগপতি। এই জি-ই-র ব্যবসা সারা আমেরিকা জুড়ে। ইতিমধ্যেই ৪০ ভাগ বিদ্যুৎ এই কোম্পানি সারা দেশে সরবরাহ করেছে। কাজে সায় রয়েছে মার্কিন সরকারেরও।

বাঁচাও!! **১৫/১৬৫**

বিশ্বের তামাম বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীর অস্তিত্ব আজ সংকটে। আশঙ্কা, এর ২৫ শতাংশের পাকাপাকি বিলুপ্তি ঘটবে। পাশাপাশি ৫০ শতাংশের সংখ্যাও ক্রমেই কমছে। এমন বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞানী কৃথি করনথ। করনথ ও তার সহযোগীরা এই নিয়ে সমীক্ষা করেছেন। সমীক্ষার পুরোটাই ভারতকে ঘিরে। এই জন্য ভারতের ২৫টি স্তন্যপায়ী প্রজাতি বাছা হয়েছিল। দেখা গেছে তার ১৩টি প্রজাতি আজ জলপ্লাবনের জন্য বিপদের মুখে। সমীক্ষা আরো বলছে, মাউস ডিয়ার, ব্ল্যাক বাক, নীলগাই, শেয়াল, নেকড়ে, বন্য শূকর ইত্যাদির সংরক্ষিত এলাকার বাইরে বসবাসে বিপদ বেশি। আবার বাঘ ও অন্য স্তন্যপায়ী সংরক্ষিত এলাকায় থাকলেও বিপদ বাড়ছে সেখানেও। এইসব খবর দিল ডাউন টু আর্থ।

Word নয় Sound **১৫/১৬৬**

ইংল্যান্ড তার নাগরিকের জন্য শব্দ দূষণ নিয়ে ওয়েবসাইট করেছে। সাইটের সাহায্যে নাগরিক দূষণ নিয়ে সহজেই নালিশ জানাতে পারবেন। ওদেশে দূষণ তদারকির দায় সরকারের এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সির। সাইটে এজেন্সির কথা বিশদে আছে। নিশুতি রাতের শব্দের নিয়ন্ত্রণ, যানবাহন, কারখানার শব্দ নিয়ন্ত্রণ, ঘরের শব্দ কমানোর উপায় ইত্যাদি তাবৎ তথ্য এখানে আছে। নাগরিক অভিযোগ কীভাবে জানাবেন, কোথায় জানাবেন দেওয়া আছে সেই তথ্যও।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

হিজ্‌বিজ্‌বীজ... ১৫/১৬৭

বীজ বিল ফিরে দেখা হচ্ছে। দেশজুড়ে সাংসদ ও কৃষকরা এই নিয়ে সরব। ফলে কৃষিমন্ত্রক ফিরে নতুন খসড়া বানাচ্ছে। মার্চে বিল মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়। তার পরেই সাংসদ ও রাজ্যগুলির তরফে জমা পড়ে ১০০র মতো সংশোধন প্রস্তাব। এই অভিযোগ ও প্রস্তাব আছে চার থেকে পাঁচ রকমের। ১ নং অভিযোগ, বিলে গুণমান নিয়ন্ত্রণের কথা বলা আছে, কিন্তু দামের ওপর নজরদারির কথা নেই, এখন অব্দি বীজের দাম নিজের মতো করে কমায়-বাড়ায় বীজ কোম্পানি। ২ নং অভিযোগ, বোনার পর ভালো ফল পেলে কৃষককে বীজ নিয়ে যেতে বলা হয়েছে জাতীয় ক্ষতিপূরণ কমিটির কাছে, কৃষক সেক্ষেত্রে জেলাস্তরে কমিটি করার দাবি করেছে। ৩ নং অভিযোগ, পরিদর্শককে পরোয়ানা ছাড়াই বীজ তল্লাসি ও বাজেয়াপ্তের অধিকার দেওয়া হয়েছে, কৃষক এই অধিকারদান মানছে না। ৪ নং অভিযোগ, কমিটিতে প্রাদেশিক প্রতিনিধি কম, তাই সিদ্ধান্ত রাজ্যের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, ফলে কেন্দ্র-রাজ্য মতান্তর হবে। ৫ নং অভিযোগ, বিল মোতাবেক বীজ আমদানির ঢালাও ছাড়পত্র চাষির ক্ষতি করবে, তাই বাইরের বীজ ব্যবহারের আগে পরীক্ষা ও শংসাপত্র জরুরি।

অভি-নবধান্য ১৫/১৬৮

দেশি বীজ বিলি করছে নবধান্য। নবধান্য একটি সংগঠন যারা চাষ নিয়ে কাজ করে—বীজ নিয়ে কাজ করে। এই কাজ নবধান্য বহুদিন করছে। ওড়িশার সুনামির পর করেছিল, বিদর্ভে আত্মহত্যা উৎসবের পর করেছিল। তারা ওড়িশায় নুন- সহনশীল বীজ দিয়েছে, তারপরে খরা-বন্যা সহনশীল বীজ দিয়েছে। বিদর্ভে দিয়েছে তুলো তাড়িয়ে মুগডাল ও জোয়ার আনতে। বলা দরকার, এই বীজ বিলির কাজের সঙ্গে জলবায়ু বদল রোখার উদ্দেশ্যও আছে।

নবধান্য বীজ সত্যাগ্রহও করে। সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য ২০০৪-বীজ বিল রোখার আন্দোলনের শক্তি বাড়ানো, বীজ স্বরাজ কায়েম করা। এই কাজ তারা করছে ১৯৯১ থেকে। ১৯৯৩-এ সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছিল ১০ লক্ষ কৃষক। নবধান্য এইজন্য আলোচনাসভা, সই সংগ্রহ অভিযান সবই করে। তাদের এই কাজে সঙ্গী হয় আরো নানা সংগঠন। তার মধ্যে রিসার্চ ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স টেকনোলজি অ্যান্ড ইকোলজির মতো সংগঠনও আছে।

এই সত্যাগ্রহ যাত্রা তারা সারা ভারতজুড়ে করে। আট রাজ্যে এই সত্যাগ্রহ হয়েছে। তার মধ্যে আছে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, কর্ণাটক, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থান।

চলো যাই মোজাম্বিক ১৫/১৬৯

মোজাম্বিকের নামপুলায় বীজ নিয়ে মেলা হয়। ২০০২ থেকে মেলা হচ্ছে। এর ব্যবস্থা করে এগ্রিকালচারাল কোঅপারেটিভস অফ নামপুলা। স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী বীজ পাওয়া, বীজ বৈচিত্র ফেরানো, কৃষককে বীজ রাখার গুরুত্ব বোঝানো ইত্যাদি কারণেই এই মেলা। এই মেলা আগে হত একটি, ২০০৮-এর পর থেকে হচ্ছে পাঁচটি করে। প্রতি মেলায় গড়ে অংশ নেয় ১৪০ জন কৃষক। এর চল্লিশভাগ মহিলা। দেশজ বীজ বিনিময় ছাড়াও লোকায়ত জ্ঞান ও স্থানীয় সংস্কৃতি রক্ষায়ও মেলা বড় ভূমিকা নিচ্ছে।

মরুদ্যান ১৫/১৭০

রাজস্থানে দেশীয় বীজ সংরক্ষণ জোরকদমে চলছে। এই কাজ হচ্ছে ওই রাজ্যের বরণ জেলার শাহবাদ ব্লকে। এই ব্লক রাজস্থানের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া। এখানে কেবল আদিবাসীদের বাস। এখানে দুর্ভিক্ষ এমন হয় যে মরশুমের জন্য রাখা বীজ মানুষজন খেয়ে ফেলে। এর একটা সুরাহা করেছে সেকোডেকন নামের সংগঠন। তারা জনজাতিদের বীজ সংরক্ষণে উৎসাহ দিচ্ছে। এই উদ্যোগের নাম পিপলস ইনিশিয়েটিভ ফর ফুড সভরিন্টি ইন রাজস্থান। বীজভাণ্ডার তৈরি করছে মহিলারাই। এজন্য প্রশিক্ষণ হয়েছে। এর জন্য কমিটি আছে। কমিটির কাজ তদারকি, বীজ বন্টন, বীজ ভাণ্ডার বাড়ানো ইত্যাদি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এই ভাণ্ডার থেকে আয়ও হয়। বীজভাণ্ডার থেকে বীজ দেওয়া হয় দলের বাইরের গরিবদেরও।

দখিন হাওয়া ১৫/১৭১

বীজ সংরক্ষণে ভালো কাজ করছে গ্রিন ফাউন্ডেশন। তাদের কাজের ক্ষেত্র দক্ষিণ ভারতের শুখা এলাকা। ফাউন্ডেশন দেশজ বীজ চাষিদের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা তৈরি করেছে। এই জন্য প্রশিক্ষণ, কৃষক সমিতি, বীজ ভাণ্ডার সবই হয়েছে। পাশাপাশি জার্মপ্লাজম ও জিনব্যাঙ্কও হয়েছে। আর কেবল বীজ বিনিময় নয়, তথ্য বিনিময়ের জন্য তারা কৃষকদের মাঝে মাঝে একত্রিতও করেছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

তা বীজ ? **১৫/১৭২**

কর্পোরেট খবরদারিতে বিকাশশীল দেশগুলোয় চাষিরা তাদের নিজের বীজ হারাতে বসেছে। যা কিনা জলবায়ু বদলের সঙ্গে তাদের লড়াইয়ের শক্তিকে দুর্বল করছে। এমন বলছে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট। এই সংগঠনটা লন্ডনের। তারা এক প্রতিবেদনে বলছে বীজ-বৈচিত্র হারানো মানে চাষে খরা ও পোকা মোকাবিলার শক্তি হারানো, এই বৈচিত্র দিয়েই তারা জলবায়ু বদলের সঙ্গে বোঝাপড়া করে। কিন্তু এই জায়গা দখল কাছে পরবাসী বীজ। যার মদতদাতা নানা দেশের সরকার। এই প্রতিবেদন তৈরিতে তাদের সহযোগী ছিল ভারত, চিন, কেনিয়া ও পেরুর নানা সংগঠনও।

আমেরিকান স্টাইল **১৫/১৭৩**

বীজ রক্ষার কাজ হচ্ছে আমেরিকাতেও। বীজ রক্ষা বলতে জার্মাপ্লাজম রক্ষা। এই কাজ করছে ওদেশের এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সার্ভিস। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে সব রাজ্য। যুক্ত আছে বেসরকারি উদ্যোগও। জার্মাপ্লাজম রক্ষা হচ্ছে বনের গাছ থেকে আগাছা সবকিছুর। এই সংরক্ষণের কাজ মূলত করছে আমেরিকার ন্যাশনাল প্লান্ট জার্মাপ্লাজম সিস্টেম। এই সিস্টেম পরিচিত এনপিজিএস নামে। আমেরিকার বলছে, বিশ্বজুড়ে যে কোনো গবেষক অনুরোধ করলেই তাঁকে এনপিজিএস জার্মাপ্লাজমের এই তথ্যের হদিস দেবে।

সুহৃদ,

সংবাদ পরিষেবার সঙ্গে নতুন চাষের কথা পাঠালাম। এই সংখ্যা থেকে চাষের কথার বিষয় ও আদল দুদিকেই বেশ বদল হল। বেরোবে দুমাস অন্তর অন্তর। সংগ্রহে আগ্রহী হলে জানাবেন। বার্ষিক গ্রাহক মূল্য সডাক ৩০ টাকা।

অভিনন্দন নেবেন

সম্পাদক || জুন ২০১০

বোলপুরের পৌরসভার অন্তর্গত ৫টি স্বনির্ভর দলকে একত্রিত করে ডিআরসিএসসির উদ্যোগে, KUSP-এর আর্থিক সহযোগিতায় শুরু হয়েছে শহরের জৈব বর্জ্য থেকে কেঁচোসার তৈরির প্রকল্প। শহরে উৎপন্ন জৈব আবর্জনা, যেমন তরিতরকারির খোসা, ফলের অবশিষ্টাংশ, বাতিল সবজি ও ফল, ডিমের খোল, খাদ্যের অবশেষ, ঝরা পাতা, ছাঁট ডালপালা, কাগজ ইত্যাদিকে পচিয়ে কেঁচোর সাহায্যে তৈরি হচ্ছে

বসুধারা ভার্মি কম্পোস্ট

যোগাযোগ : ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার

স্কুলবাগান লেন, বোলপুর, বীরভূম, ফোন : ০৩৪৬৩-২৫৬৭৩৫

বসুধারা ভার্মি কম্পোস্ট

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮ এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)

সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস

সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু